তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৩

বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে মন্ত্রীদয়ের শোক

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক এবং বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

 আজ এক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 শোকবার্তায় তাঁরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণায় রশীদ হায়দার অসামান্য অবদান রেখেছেন। নিজ কর্মের মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যজগতে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা কথাসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

 উল্লেখ্য, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রশীদ হায়দার (৭৯) আজ রাজধানীর নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

#

দীপংকর/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯২

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সকলে মিলে সফল করতে হবে -- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে বাধা দেওয়া দুর্বৃত্তদের প্রতি ন্যুনতম অনুকম্পা থাকবে না। মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সকলে মিলে সফল করতে হবে। কিছু প্রতিকূলতা ও সমস্যা রয়েছে। সমস্যা অতিক্রম করে কাজ করতে পারলেই সফলতা আসবে।

 আজ রাজধানীর সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২০ সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘ইলিশের যাতে বিস্তার ঘটে, মা ইলিশ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত’ না হয়, ইলিশ আহরণের পরিসর যাতে আরো বাড়ানো যায় সেজন্য মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা বিশেষ করে পুলিশ, র‌্যাব, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ভূমিকা রাখতে হবে। নিষিদ্ধকালে কোনোভাবেই যাতে ইলিশ আহরণ না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ সময় মৎস্য আহরণে বিরত থাকা মৎস্যজীবীদের জন্য ইতোমধ্যে ভিজিএফ চাল মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।’

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক ও শ্যামল চন্দ্র কর্মকার উপস্থিত ছিলেন। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, বিভাগীয় কমিশনারগণ, নৌপুলিশের ডিআইজি মোঃ আতিকুল ইসলাম, ইলিশ সম্পৃক্ত ৩৬ জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ, মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপপরিচালকগণ, ইলিশ সম্পৃক্ত ৩৬ জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তরের প্রতিনিধিগণ সভায় অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন এবং মতামত প্রদান করেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯১

এসডিজি অনুযায়ী শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে

 -- শ্রম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

 আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের ৯ম সভায় সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া এবং শিশুশ্রমে নিযুক্ত হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে পারিবারিক অস্বচ্ছলতা। একটি শিশু কেন শ্রমে নিযুক্ত হয় তার আরো যেসব কারণগুলো রয়েছে তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে, তাহলে এ সমস্যার সমাধান আরো সহজ হবে। তিনি বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক, জাতির কল্যাণের জন্য আজকের শিশুদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে।

 শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. রেজাউল হক, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাইদুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক মুনিরা বেগম, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একেএম মিজানুর রহমান, জাতীয় শ্রমিক লীগ সভাপতি মোঃ ফজলুল হক মন্টু, মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সালমা আলীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আইএলও এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

 শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি -২০১০ এ ৯টি কৌশলগত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। এ নীতির আলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় ৯টি কৌশলগত ক্ষেত্রের জন্য ১০ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

 এর আগে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ গত বছরের কোম্পানির লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ২ কোটি ২৯ লাখ ১৮ হাজার টাকার চেক প্রতিমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন।

#

আকতারুল/নাইচ/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯০

**বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সুগভীর, বহুমাত্রিক ও রক্তের অক্ষরে লেখা**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 ‘বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সুগভীর, বহুমাত্রিক ও রক্তের অক্ষরে লেখা’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতে আসা ভারতের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদেরকে মন্ত্রী একথা বলেন। তথ্যসচিব কামরুন নাহার ও মন্ত্রীর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক অকৃত্রিম ও অতুলনীয়, যার সাথে অন্য কোনো দেশের সম্পর্কের তুলনা চলে না। আমাদের দু’দেশের সম্পর্ক রক্তের অক্ষরে লেখা, কারণ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সৈন্যরা রক্ত দিয়েছেন। আমাদের এক কোটি মানুষকে ভারত সরকার আশ্রয় দিয়েছে। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, ততদিন ইতিহাসের পাতায় এটি লিপিবদ্ধ থাকবে।’

 বৈঠকের ওপর আলোকপাত করে মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রকার শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্রটি মুজিববর্ষের মধ্যেই সমাপ্ত করার পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশি পরিচালক ও ভারতীয় সহ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধের ওপর যৌথভাবে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

 ভারতের ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে বিটিভি এবং বাংলাদেশের প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দেখা গেলেও পশ্চিমবাংলাসহ সমগ্র ভারতে দেখার ব্যবস্থা করা নিয়েও আলোচনা হয়েছে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, একইসাথে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে যাতে উভয় দেশ উপকৃত হয় বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো যাতে চট্টগ্রাম বন্দর সহজে ব্যবহার করতে পারে, সেখানে সড়ক ও রেল সংযোগ যাতে দ্রুত চালু হয়, সে নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

 একইসাথে দু’দেশের মধ্যে সাংবাদিকদের সফর বিশেষ করে নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ আদান-প্রদানসহ গণমাধ্যম খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও চলচ্চিত্র আমদানি-রপ্তানি নিয়েও আলোচনার কথা জানান ড. হাছান।

**ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোরতম অবস্থানে সরকার**

 সাংবাদিকরা এ সময় ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বিধান রেখে আইন সংশোধনের বিষয়ে বিএনপি’র নেতিবাচক মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, আপনার কথা অনুযায়ী বিএনপি যে বক্তব্য রেখেছে, তাতে প্রশ্ন জাগে- তাহলে কি আইন সংশোধনটা বিএনপি’র পছন্দ হয়নি! সরকার ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রেখে আইন সংশোধন করেছে এটি দমনের জন্য, কারণ আপনারা জানেন বাংলাদেশে যখন এসিড নিক্ষেপ বেড়ে গিয়েছিল, তখন সেটির কঠোর শাস্তির বিধান রেখে আইন করার পর তা আর প্রায় ঘটেই না।

 শুধু আইন সংশোধন করার মধ্যেই আমাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকবে না, বিচার যাতে দ্রুত হয়, সেটির ওপরও সরকার গুরুত্বারোপ করছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিনোদন প্লাটফর্মগুলোতে আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সমাজের মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো উপাদান যদি এই ব্যাধি ছড়ানোতে ইন্ধন দেয়, সেগুলোর ব্যাপারেও আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

#

আকরাম/নাইচ/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                    নম্বর : ৩৮৮৯

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ৮১৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫৩৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৮১ হাজার ২৭৫ জন।

          গত ২৪ ঘণ্টায় ২২ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৫৭৭ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৭৩ জন।

#

হাবিবুর/নাইচ/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৮

**ডিজিটাল ইকোনমি এবং সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করার**

**বিষয়ে একসাথে কাজ করবে কোরিয়া-বাংলাদেশ**

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 ডিজিটাল ইকোনমি এবং সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করার বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জাং-কেউন (LEE Jang-Keun) আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযু্ক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের সাথে আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে দ্বিপাক্ষিক বৈঠককালে এ আগ্রহের কথা জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক কালিয়াকৈর এ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজিন্সি’র ভবন নির্মাণ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার, ন্যাশনাল ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব, ইমারজেন্সি রেসপন্স প্ল্যাটফরম, ন্যাশনাল সার্ট এবং সাইবার সিকিউরিটি ট্রেনিং সিমুলেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণের বিষয়ে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। এর মাধ্যমে ই-গভর্নমেন্টে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মাধ্যমে উক্ত এলাকার নাগরিকগণ ঘরে বসেই বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সুবিধা পাচ্ছে।

 বৈঠকে পলক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ার মডেল অনুসরণ করে কোভিড-১৯ মহামারির পরবর্তী সময়ে কীভাবে উপকৃত হওয়া যায় সে বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন।

 রাষ্ট্রদূত বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা ও ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোরিয়া সুবিধার্থীর (ফ্যাসিলিটেটর) ভূমিকা পালন করবে। এ সময় তারা দুই দেশের পারস্পারিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে আইসিটি খাতে সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অল্প সময়ে বাংলাদেশের আইসিটি খাতসহ বিভিন্ন খাতের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষিণ কোরিয়া সব ধরণের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে বলেন দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করলে ব্যাপকভাবে লাভবান হবে।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি’র মহাপরিচালক মোঃ রেজাউল করিম, বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার উপ-রাষ্ট্রদূত কিম চেওল সং (KIM Cheol Sang), বাংলাদেশে নিযুক্ত ‘কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)’র কান্ট্রি ডিরেক্টর হিয়ন জিন জু (HYUN Jin ju)।

#

শহিদুল/নাইচ/খালিদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৭

**‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০’ জারি**

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০২০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০’ জারি করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিনি এ অধ্যাদেশ জারি করেন।

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা থেকে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ স্বাক্ষরিত অধ্যাদেশটি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে আজ প্রকাশ করা হয়েছে।

#

রেজাউল/নাইচ/খালিদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৬

**সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সকল**

**প্রকার অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে**

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেশ ও বিদেশ হতে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার, জনপ্রতিনিধি, সেনা কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কে অসত্য, বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর ও উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচার এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার জন্য অসত্য ও ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। এতে দেশের বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা, জনমনে উদ্বেগ, বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

 এমতাবস্থায়, সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকে দেশ ও বিদেশ হতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সকল প্রকার অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

#

অপু/নাইচ/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৫

সামাজিক অবক্ষয় রোধে সবাইকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা উচিত

 -- সমাজকল্যাণমন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, বর্তমানে সমাজে নানা ধরণের অবক্ষয়ের চিত্র প্রকট আকার ধারণ করছে। সমাজের এসব অবক্ষয় রোধ ও বিশৃঙ্খলা হ্রাসে সবাইকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা উচিত।

 মন্ত্রী আজ শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ ও আদিতমারী উপজেলার পূজামণ্ডপে সরকারি অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য অনুদান প্রদান করছে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা প্রতিবছরের ন্যায় এবারও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হবে। করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তিনি সকলকে পূজা উদ্যাপনের আহ্বান জানান।

 কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রবিউল হাসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুবুজ্জামান আহমেদ এবং আদিতমারী উপজেলা পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন এর সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক ইমরুল কায়েস ও পূজা উদ্যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 পরে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ৮৬টি ও আদিতমারী উপজেলার ১১০টি পূজামন্ডপে সরকারি ও মন্ত্রীর ব্যাক্তিগত তহবিল হতে অনুদান বিতরণ করা হয়।

#

জাকির/নাইচ/খালিদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৪

**বিমানবন্দর ও যাত্রীদের নিরাপত্তায় কোন আপোস নয়**

 **- বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

সিলেট, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, বিমানবন্দর ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কোন ধরনের আপোস চলবে না। যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় বিমানবন্দরে কর্মরত সবাইকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের কোন প্রকার ছাড় দেয়া হবে না।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সিলেটে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ফুল স্কেল এয়ারপোর্ট ইমারজেন্সি এক্সারসাইজ-২০২০ ও আন্তর্জাতিক লাউঞ্জের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

 তিনি আরো বলেন, বিমানবন্দরে যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন ও যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সকল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইতোমধ্যে ফায়ার এলার্ম সিস্টেম, ডুয়েল ভিউ স্ক্যানিং মেশিন, ইটিডি, আন্ডার ভেহিকেলস স্ক্যানিং সিস্টেমসহ সকল আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে বড় ধরনের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। সিলেটবাসীর সুবিধার কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ কাজ শুরু করা হয়েছে। মোট দুই হাজার ৭৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে একাজ সম্পন্ন হবে। সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় দুই হাজার ৩০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক টার্মিনাল ভবন, কার্গো ভবন, কন্ট্রোল টাওয়ার, প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন ইউনিট নির্মাণ করা হবে।

 মাহবুব আলী বলেন, যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে দেশের সব বিমানবন্দরের কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সব বিমানবন্দরে নিরাপত্তা, যাত্রী ও কার্গো হ্যান্ডেলিং কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয়ে ওসমানী বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক লাউঞ্জ সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান ও সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুক উদ্দিন আহমেদ প্রমূখ।

#

তানভীর/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৩

**রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 লেখক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

 মন্ত্রী এক শোকবার্তায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাঁর বিদেহি আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

#

নাছের/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৮৮২

**রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর):

 একুশে পদকপ্রাপ্ত, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক এবং বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী জানান, রশীদ হায়দার ছিলেন বাংলা সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি গল্প-উপন্যাস-নাটক-অনুবাদ-নিবন্ধ-স্মৃতিকথা ও সম্পাদনা সব মিলিয়ে ৭০ এর অধিক বই রচনা করেছেন। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণায় তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা কথাসাহিত্যে যে ক্ষতি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

#

ফয়সল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮১

**বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সস্টিটিউট (বিএসটিআই)-এর উদ্যোগে ৫১তম বিশ্ব মান দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘Protecting the planet with standards’ অর্থাৎ ‘পৃথিবী সুরক্ষায় মান’। বর্তমান বিশ্বে দ্রুত শিল্পায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 বিশ্বায়নের যুগে পরিবেশের নিরাপত্তা রক্ষায় এবং সকলের জন্য নিরাপদ পৃথিবী গড়তে আন্তর্জাতিক মান International Standards-এর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর এ দেশকে সোনার বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জাতীয় মান সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়, যা ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক মান সংস্থা International Organization for Standardization (ISO)-এর সদস্যপদ লাভ করে।

 আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক শিল্পায়ন ইতিবাচক ফলাফলের পাশাপাশি পরিবেশ ও জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলেছে। এক্ষেত্রে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে বাংলাদেশের প্রণীত জাতীয় মান পরিবেশ বিপর্যয় ও জনজীবনের উপর নেতিবাচক প্রভাব থেকে উত্তরণ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ ক্ষেত্রে সকলের সুরক্ষায় উৎপাদিত পণ্য ও সেবা প্রদানে নির্ধারিত ‌‘মান’ বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

 বিএসটিআই দেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এবং বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পণ্য ও সেবার মান প্রণয়ন করছে। বিএসটিআই এ পর্যন্ত ৩৯০০টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে। এ সকল মান-এর সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিরাপদ পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। এছাড়া পণ্য ও সেবার মান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সস্টিটিউট আইন-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্পসমৃদ্ধ দেশ গঠনে বিএসটিআই জাতীয় মান প্রণয়ন ও উন্নয়ন বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রেখে বিভিন্ন পণ্যের মানের বিষয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করবে এবং মানসম্মত সেবা সকলের নিকট পৌঁছে দেবে-এ প্রত্যাশা করছি।

 বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে অধিক সংখ্যক মান প্রণয়ন ও নির্ধারিত মান বাস্তবায়ন করতে বিএসটিআই আরো উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

 আমি বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮০

**বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন (১৩ অক্টোবর):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘বিশ্ব মান দিবস’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৪ অক্টোবর ‘বিশ্ব মান দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক মান সংস্থাসমূহ এবারের বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে ‘Protecting the planet with standards' অর্থাৎ ‘পৃথিবী সুরক্ষায় মান’ যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি ঘটছে। ফলে পরিবেশ ও জনজীবনের উপরেও নেতিবাচক প্রভাব বাড়ছে। যথাযথ কর্মপরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব। দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদান নিশ্চিতের পাশাপাশি শিল্পায়ন ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্ব পরিমণ্ডলে সকলের সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মান হচ্ছে একটি অন্যতম হাতিয়ার। বিশ্ব মান দিবসের তাৎপর্যকে বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তাগণ আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ ও বাস্তবায়নে অধিকতর মনযোগী হবেন বলে আমি আশা করছি।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষায়িত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি মান উন্নয়ন ও প্রয়োগে শিল্প উদ্যোক্তা, বিক্রেতা ও ভোক্তা সাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিশ্ব মান দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও সেবা প্রদানসহ সকল ক্ষেত্র্রে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ অপরিহার্য। পণ্য ও সেবার মান প্রণয়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জনগণের আস্থা পূরণে বিএসটিআইকে আরো দক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আমি আশা করি জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই পণ্যের মান প্রণয়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে।

আমি বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

ইমরান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা